উত্তরা। ভূমিকা : দেশীয়-অন্তঃদেশীয় জীবন ও সমাজ অভিজ্ঞতার বিপুল ঐশ্বর্য পরিস্রুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর [১৮৬১-১৯৪১] বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই হয়ে উঠেছেন জ্ঞানময়, আবেগ ও কার্যে ঐক্যবদ্ধ, মন ও মননে ধৈর্যগম্ভীর, অনুভবে অন্ত মনস্ক, সৃষ্টিকর্মে নিরীক্ষাধর্মী। উপন্যাস সাহিত্যে মানবজীবনাগ্রাহী বহির্জগতের অভিজ্ঞতা সৃষ্ট মানবচিত্তের সংঘর্ষপরায়ণ অস্তিত্বের শিল্পীত শব্দরূপ সৃষ্টি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যৌথ তপস্যা যা 'চোখের বালি' [১৯০৩] উপন্যাসে সুস্পষ্টভাবে প্রতিকায়িত হয়েছে। এ উপন্যাসের বিষয় এবং গঠন কৌশলে তাঁর শিল্পসত্তা প্রোথিত।

'চোখের বালি' উপন্যাসের গঠন কৌশল : মোট পঞ্চান্নটি পরিচ্ছেদ নিয়ে 'চোখের বালি' উপন্যাসটি রচিত হয়েছে। উপন্যাস সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ মূলত মানবজীবনাগ্রহী। বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজ জন্মলগ্ন থেকে অসঙ্গতির যে যাতাকলে পিষ্ট হয় এবং ঈর্ষা ও আত্মকেন্দ্রিকতার চোরাবালিতে শেষপর্যন্ত কীভাবে তারা বিপর্যস্ত হয় তারই পরিচয় দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'চোখের বালি' উপন্যাসে। তিনি দেশ-কাল-পরিবেশ ও পরিস্থিতির ওপর ভিত্তি করে মধ্যবিত্তের সাধ এবং সাধ্যের প্রেরণা ও পিছুটানের আপোস এ উপন্যাসটিতে উপস্থাপন করেছেন।

'চোখের বালি' উপন্যাসের Plot নির্মাণে ঔপন্যাসিক অসাধারণ শৈল্পিক পারঙ্গমতার পরিচয় দিয়েছেন। উপন্যাসের Plot-কে আরো তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। বিয়ে করতে মহেন্দ্রের অস্বীকৃতি, বিনোদিনীর বিধবা হওয়া, মহেন্দ্রের হঠাৎ আশালতাকে বিয়ে করা, রাজলক্ষ্মীর সাথে মনোমালিন্যে অন্নপূর্ণার কাশীযাত্রা প্রভৃতি প্রথম পর্যায়ে (প্রথম পরিচ্ছেদ থেকে অষ্টম পরিচ্ছেদ) সংঘটিত হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে (নবম পরিচ্ছেদ থেকে ষোলো পরিচ্ছেদ) রাজলক্ষ্মীর সাথে বারাসাত থেকে বিনোদিনীর কলকাতার আগমন। বিনোদিনীর আবির্ভাবে মহেন্দ্র, আশা, বিহারী, রাজলক্ষ্মীর পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সাথে উপন্যাসে গতিময়তার সঞ্চার। তৃতীয় পর্যায়ে (সতের পরিচ্ছেদ থেকে পঞ্চান্ন পরিচ্ছেদ) দমদমের চড়ইভাতি থেকে শেষপর্যন্ত। এখানে বিনোদিনী, মহেন্দ্র, আশা, বিহারীর চতুর্ভুজ সম্পর্ক বা প্রেমের সম্পর্ক প্রদর্শিত হয়েছে।

'চোখের বালি' উপন্যাসের কাহিনি-বিন্যাস : 'চোখের বালি'র গঠনগত দিক বিবেচনার মনে রাখা প্রয়োজন, এ উপন্যাসের ঘটনাংশ মূলত আশা-মহেন্দ্র-বিনোদিনী ও বিহারীর চিত্তসঙ্কটের কারণ ও পরিণাম; ফলে এ উপন্যাসের ঘটনার চমৎকারিত্ব নির্ভরশীল এ মানসিক ক্রিয়া। ব্যক্তিত্ব সচেতন ও অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠাকামী ব্যক্তির মনোজাগতিক অনুকারাচ্ছন্ন এলাকা আবিষ্কার, চিত্তজাগতিক অন্তবিরোধী জটিলতাসমূহের উন্মোচন ও তার চলমানতা এবং জীবনার্থের রূপাঙ্কনে রবীন্দ্রচেতনা ও শিল্পবোধ এ উপন্যাসে সুস্থির ও সজাগ থেকেছে। বস্তুত বিহারী-বিনোদিনী-মহেন্দ্রের গুহাটিও বিচিত্র স্তরসঙ্কুল প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি উন্মোচনের জন্যে ঔপন্যাসিক কার্যকারণতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের পথে অগ্রসর হয়েছেন, ফলে ঘটনাস্রোত অনিবার্যভাবে হয়ে উঠেছে মন্থর।

বহির্জাগতিক ঘটনার মূল্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে প্রথাবিদ্ধ নয়, অন্ততপক্ষে 'চোখের বালি' থেকে ঘটনার বিস্তার এর বিবরণ নয়, ঘটনাজাত মনস্তাত্ত্বিক জটিল আবেগসমূহের শিল্পনিপুণ প্রতিমা অঙ্কনে রবীন্দ্রনাথ-এর ঔপন্যাসিক সত্তা অধিক আলোড়িত হয়। গুরুতর ঘটনাসমূহের বিন্যাসে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কথাসাহিত্যে সর্বত্রই স্বল্পভাষী ও স্কেচধর্মী হয়েছিল। সংঘটিত ঘটনার পরবর্তী মানসক্রিয়ার বিস্তৃত বিশ্লেষণে, বিস্ময়কর চিত্রকল্পসৃজনে ও অব্যর্থ প্রতীক উদ্ভাবনে তিনি সার্থক। যেমন আশা-মহেন্দ্রের বিবাহের পূর্বাপর নিষ্ঠুর, নিগূঢ়, নীরব ঘাত-প্রতিঘাতের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ থাকলেও, বিবাহ বর্ণনা নিম্নরূপ :

"রাত্রি উজ্জ্বল হইয়া জ্বলিল, শানাই মধুর হইয়া বাজিল, মিষ্টান্নে মিষ্টের ভাগ লেশ মাত্র কম পড়িল না। আশা সজ্জিত সুন্দর দেহে, লজ্জিত মুগ্ধ মুখে, আপন নূতন সংসারে প্রথম পদার্পণ করিল।"

'চোখের বালি'র ঘটনাবিন্যাসে, চরিত্রসৃজনে রবীন্দ্রনাথ সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণের বিচিত্র ও সুষম ব্যবহার করেছেন। অহেতুক বিবরণ প্রবণতা থেকে এ উপন্যাস মুক্ত। কখনো কখনো নিগূঢ় কারণে রবীন্দ্রনাথ চরিত্রের দৃষ্টিকোণ থেকেও ঘটনা ও চরিত্র স্বতঃস্ফূর্ত করেছেন।

'চোখের বালি' উপন্যাসের চরিত্রায়ণ-কৌশল 'চোখের বালি' উপন্যাসের প্রথম ও প্রধান ব্যক্তিত্ব ও অস্তিত্ব সচেতন চরিত্র বিনোদিনী। এ চরিত্রের অন্তর সত্যের উজ্জ্বলতায় সমগ্র উপন্যাসখানি উদ্ভাসিত। বিনোদিনী বিধবা, শিক্ষিত তরুণী। তাঁর বৈধব্যের কারণ দারিদ্র্য ও মহেন্দ্রের বিয়ে করতে অস্বীকৃতি। সে ভাগ্যকে মানতে চায় না, চায় ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা। সমাজের উপেক্ষায় তার হৃদয় হয়ে উঠেছে জীবনরসের জন্য উদগ্রীব, বিদ্রোহী, ঈর্ষাপরায়ণ। তাই তাকে বলতে শোনা যায়- "জগতে আমার ভালোবাসার ও ভালোবাসা পাইবার কোনো স্থান নেই।"

অতৃপ্ত কামনার সে আশা-মহেন্দ্রের সংসার জ্বালাতে এসে নিজেকেই যন্ত্রণার আগুনে দগ্ধ করেছে। উপন্যাসের সমস্ত জটিল সংকট মুহূর্তগুলো এবং ঘটনার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া প্রধানত বিনোদিনীর সহায়তার চরম রূপ লাভ করেছে। উপন্যাসের সক্রিয় ও প্রধান কেন্দ্রীয় পুরুষ চরিত্র হলো মহেন্দ্র। মূলত তারই কার্যকলাপে এ উপন্যাসে একের পর এক বিপর্যয় সংঘটিত হয়েছে। মহেন্দ্র উন্মত্ত আবেগ সর্বস্বতায় নিয়ন্ত্রিত এক চরিত্র। ঔপন্যাসিক মহেন্দ্র চরিত্র পরিকল্পনায় টানটান উত্তেজনা সৃষ্টি করে বাস্তব জীবনবোধের পরিচয় দিয়েছেন। মহেন্দ্রের আশার প্রতি কর্তব্যবোধ-বিনোদিনীর জন্যে উদ্দাম প্রণয়াবেগ, বিহারীর প্রতি ঈর্ষা- এ বিরোধী অথচ পরস্পর সংশ্লিষ্ট প্রবৃত্তির সমবায়ে তার চরিত্র স্বাভাবিকতা হারিয়েছে। মহেন্দ্রের আত্মকেন্দ্রিকতা, কামনা-বাসনার জগৎ দৃঢ়ান্ত বিপর্যয়ের মাঝখানে উপনীত হয়েছে কাহিনিবৃত্তে জটিল মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়ার অন্যতম।

বিহারী এ উপন্যাসে অন্যতম চরিত্র হলেও সে অনেকটা ঘটনা চালিত; সে মহেন্দ্রের পরিবারের একজন সদস্যের মতো স্বাতন্ত্র্যবর্জিত বিহারী। মহেন্দ্রের অসঙ্গত ইচ্ছার জন্য বাগদত্তা আশাকে পর্যন্ত বিসর্জন দেয়। বিহারী নীরব প্রতিবাদহীন চরিত্র। তবে ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে এবং ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় তার অংশগ্রহণ কাহিনির বিকাশ ও পরিণতিতে কার্যকরী ভূমিকা রেখেছেন।

'চোখের বালি'র চরিত্রগুলোর মধ্যে আশাকেই স্বয়ং সম্পূর্ণ চরিত্র বলে মনে হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সে কাহিনিকে কোনো জটিল পরিস্থিতির সম্মুখীন করে তোলেনি। তার ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ ঘটেছে জটিল পরিস্থিতির চাপে। শেষপর্যন্ত জীবনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে নারীত্বের পূর্ণতায় নিজেকে অভিষিক্ত করতে পেরেছে।

পারিবারিক আখ্যান নির্ভর মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসে রাজলক্ষ্মী সমস্যা বা সংকট সৃষ্টি করেছেন, কখনো কখনো তাকে গভীরতাও দিয়েছেন এবং ঘটনাবৃত্তের পরিপ্রেক্ষিতে নিজের স্বভাবেরও প্রকাশ করেছেন। অন্নপূর্ণা অনেকটা Flat চরিত্র। এ চরিত্রটি অনেকটা সংক্ষিপ্ত। তবে তার দ্বারা উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহ নিয়ন্ত্রিত না হলেও তার চরিত্রের প্রাসঙ্গিক ভূমিকা কাহিনি বৃত্তে আছে।

'চোখের বালি' উপন্যাসের ভাষা-ব্যবহার : 'চোখের বালি' উপন্যাসের ভাষা নিরাসক্ত শিল্পী ব্যক্তিত্বের রচনা। এ ভাষার আবেগের উচ্ছ্বাস নেই, অলংকারের বাহুল্য নেই। এর ভাষা প্রবাহমান কিন্তু উত্তাল নয়। আদ্যন্ত এর গতি মন্থর, এর ভাষা অনুদ্দাম কিন্তু প্রবল এর অন্তস্রোত। ভাষার কারিগরি এখানে আসলে লেখকের স্টাইল। মনীষাদীপ্ত রচনা 'চোখের বালি'র ১৫ থেকে ২২ পরিচ্ছেদে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্মানসূচক সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের যে বিশৃঙ্খল ব্যবহার করেছেন তা বিস্ময়কর। যেমন-

ক. অনেকক্ষণ বসিয়া আছে, একটুখানি শোও। (পরিচ্ছেদ-১৫),

খ. তুমিও সেই দলে না ভিড়িয়া একটা নতুন পথ দেখাও দোহাই তোমার।

তাছাড়া চরিত্র ব্যাখ্যার জন্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চমৎকার উপমা ব্যবহার করেছেন। যেমন-

'ঝড়ের সময় নৌকার শিকল যেমন নোঙরকে টানিয়া ধরে মহেন্দ্র তেমনি ব্যাকুলতার সঙ্গে আমাকে যেন অতিরিক্ত জোর করিয়া ধরিল।'

সহজ-সরল অথচ ইঙ্গিতপূর্ণ অনেক ভাষা এ উপন্যাসে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন-

ক. কিন্তু চুরিও করিলাম, অথচ চোরাই মাল ঘরে আসিল না, ইহাতে যে আমার ইহকাল পরকাল দুই গেল।

খ. যেখানে দাবি করা চলে সেখানে ভিক্ষা করা কেন।

গ. যাহার পালাইবার রাস্তা নাই, তাহাকে আবার বাঁধিবার চেষ্টা কেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘটনাকে স্পষ্ট করার জন্যে এবং চরিত্রের বিশ্লেষণে বিভিন্ন চিত্রকল্প ও প্রতীক ব্যবহার করেছেন। যেমন-

চিত্রকল্প : ক্রুদ্ধা মধুকরী যাহাকে সম্মুখে পায় তাহাকেই দংশন করে ক্রুদ্ধা বিনোদিনী তেমনি তাহার চারিদিকের সমস্ত সংসারটাকে জ্বালাইবার জন্যে প্রস্তুত হইল।

প্রতীক : তাহাদের কোকিল প্রতিবেশী কোকিলের কুহু ধ্বনি কখনো নীরবে সহ্য করে নাই, আজ সে জবাব দেয় না কেন?.... মহেন্দ্র তখন খাঁচা নামাইল খাঁচার আচরণ খুনিরা দেখিল, পাখি মরিয়া গেছে।

উপসংহার : 'চোখের বালি' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নতুন চিন্তা ধারার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। বিভিন্ন চরিত্রের মনস্তত্ত্ব, রচনা কৌশল, শৈল্পিক পরিচর্চা, ঘটনা বিন্যাসসহ খুঁটিনাটি বিষয়ে লেখকের সতর্ক দৃষ্টি 'চোখের বালি'কে বাংলা সাহিত্যের উপন্যাসের ধারার নতুন ছটা অভিসিক্ত করেছে।